চীনের কনফুসীয় মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা কর।

প্রাচীন চীনের ধর্ম প্রচারক ও দার্শনিক ছিলেন কনফুসিয়াস।তিনি 551 খ্রিস্টপূর্বাব্দে শানটুং প্রদেশের লু নামক স্থানে এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সক্রেটিসের কিছু আগে এবং অ্যারিস্টটলের একশো বছর পূর্বে তার জন্ম। পিথাগোরাস, এস্কাইলাস ও গৌতম বুদ্ধের তিনি ছিলেন সমসাময়িক। তিনি ব্যক্তি জীবনে বহু পেশা গ্রহণ করেছিলেন। ফেয়ার ব্যাংকের মতে তিনি ছিলেন চীনের প্রথম পেশাদার শিক্ষক ও দার্শনিক। তিনি চিনা জাতিকে নৈতিক মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত করতে চেয়ে ছিলেন। তার নীতি ধর্মের নাম 'লি'। তিনি জাতিকে সৌজন্যবোধ ও শালীনতা অনুসরণের কথা বলেছিলেন। তিনি জনগণের মধ্যে নীতিবোধ জাগ্রত করার জন্য কতগুলো নৈতিক নীতি পালনের উপদেশ দিয়েছিলেন। সেগুলো হল- দানশীলতা, পবিত্রতা, জ্ঞান অর্জন ও বিশ্বস্ততা অর্জন করা। তিনি রাজার সঙ্গে মন্ত্রীর, পিতার সঙ্গে পুত্রের, স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর, জৈষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ঘনিষ্ঠতার কথা এবং বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর কিরূপ সম্পর্ক থাকা উচিত তার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। রাজার বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্রোহের অধিকারকে তিনি স্বীকার করেছিলেন। রাজা যদি কর্তব্য চ্যুত হন তাহলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অধিকার জনগণের আছে। শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হল প্রজাদের নৈতিক অধিকার। প্রজাগন যে রাষ্ট্রশক্তির মূলাআধার একথা মনে করতেন। তিনি শৃংখলাবদ্ধ পরিবার গঠনের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সন্তান পিতা-মাতাকে সম্মান করবে, স্ত্রী স্বামীর প্রতি অনুগত থাকবে, তাহলেই সমাজে শৃংখলা আসবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। ঐতিহ্যের প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। ঐতিহ্যকে না মানলে সমাজে অধঃপতন আসবে। তিনি চারটি গ্রন্থ এবং পাঁচটি ধর্মীয় অনুশাসন রচনা করেন চারটি গ্রন্থ হল- Analects,Book of Mencius,The Great Learning এবং Doctrine of the Mean. পাঁচটি ধর্মীয় অনুশাসন হল -

1) Book of Changes.
2) Book of History.
3) Book of Poetry.
4) Book of Rites.
5) The Spring and Autumn Annals.

এই নয়টি গ্রন্থকে একত্রিতভাবে কনফুসীয় নীতিশাস্ত্র বা The Bible of Confucianism বলা হয়। চীনের জনগণ কনফুসীয় মতবাদকে নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করেছিল তাদের কাছে কনফুসীয় মতবাদ ছিল পথচলার দর্শন।

কনফুসিয়াসের যুগটা ছিল অরাজকতার। চিনে দাস সমাজ ছিল, দাস সমাজে দাস বিদ্রোহ ছিল। এই সমাজ অক্ষয়ের মুখে পড়েছিল, সামন্ত সমাজের সূচনা হয়েছিল। সেই যুগ সন্ধিক্ষণে কনফুসিয়াস আচার-অনুষ্ঠান, নিয়ম বিধি, কাব্য, সঙ্গীত ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে নৈতিকতার মিলন ঘটাতে চেয়েছেন। লি মানে শুধু অনুষ্ঠান বা রীতি নীতি নয়, লি হল যুক্তিসিদ্ধ শিষ্টাচার, সর্বজনীন, বিশ্বজনীন নীতি। সুং যুগে কনফুসিয়াসের দর্শনের যে পরিবর্তন ঘটে তার নাম হল নব্য কনফুসীয় মতবাদ। এর মূল ভিত্তি হল লি, এর ব্যক্তিগত প্রকাশ ঘটে বিভিন্নভাবে, এর

নাম হলো 'চি'। এরমধ্যে কনফুসিয়াস দর্শন ছাড়াও বৌদ্ধ ও তাও ধর্মের বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। কনফুসিয়াস আদর্শ সমাজ ও মানুষ গঠনের কথা বলেছেন। কনফুসিয়াস ধর্মের কথা বলেননি, স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, নরক, দেব দেবী, মন্দির, পুরোহিত ইত্যাদির কথা নেই তার দর্শনে। তার দর্শনে রয়েছে মানব ধর্মের কথা, কিভাবে শ্রেষ্ঠ মানব তৈরি করা যায় তার কথা। মানব জীবন ছন্দোময়, ঋতময়, ঠিক যেমনটি যেখানে দরকার ছিল প্রকৃতি তা সামঞ্জস্যপূর্ণ করে গঠন করেছে।

কনফুসিয়াস কেন্দ্রীয় ঐক্যের কথা বলেছেন। মানুষকে আচার আচরণ, বিধি নিয়ম মেনে চলতে হবে। মিং যুগে দার্শনিক ওয়াং বলেছেন মানুষের মনই হল বিশ্ব জগৎ। জ্ঞান আহরণ করে মানুষ উন্নততর স্তরে পৌঁছে যেতে পারে। যুগে যুগে কনফুসিয়াসের আদর্শ রূপান্তর ঘটেছে, নতুন নতুন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কনফুসিয়াস পন্থী দার্শনিকরা পাঁচটি সামাজিক সম্পর্ক ও পাঁচটি গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। কনফুসিয়াস পন্ডিত ব্যক্তিদের সঙ্গে যুক্ত করতে বলেছিলেন, বংশানুক্রমিক তাকে প্রাধান্য দেন নি। কনফুসিয়াস অনুশীলন ও অনুকরণ এর মাধ্যমে সৃষ্ট মানুষ গড়ে তোলার কথা বলেছেন।
কনফুসিয়াস বিশেষ ধারণায় সমাজে স্তর হল চারটি পন্ডিত, কৃষক, কারিগর ও বণিক। একদল মস্তিষ্কের চর্চা করে, আর একদল উৎপাদন করে কায়িক শ্রম দিয়ে। এদের মধ্যে ব্যবধান রয়েছে। প্রথম দল দ্বিতীয় দলের ওপর প্রভুত্ব করে থাকে। সমাজের এই বিভাজন কে তিনি স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছেন। পরিবারে স্তর আছে, প্রশাসনেও স্তর আছে, চীনের মানুষ এগুলিকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছে। পরিবার ও সমাজে ব্যক্তি যদি নিজের দায়িত্ব পালন করে তাহলে সমাজ ও তার প্রতি দায়িত্ব পালন করবে, সামাজিক ভারসাম্য বজায় থাকবে।

চীনে কনফুসিয়াসের মতাদর্শ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল।তুং চি পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত কর্মসূচির মধ্যে কনফুসিয় মতাদর্শের প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল। রক্ষণশীল মনোভাব কনফুসীয় ধারার
অন্যতম দিক ছিল। তুং চি পুনরুদ্ধারের সময় কনফুসীয় ধারা অনুসরণ করার ফলে শিল্প ও বাণিজ্যের দিকটি অবহেলিত হয়েছিল। তুং চি যুগে রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলবার জন্য পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। রাজতন্ত্রের পুনরুদ্ধার বা রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও কনফুসিয় ভাবধারার প্রভাব ছিল।

তুং চি পুনরুদ্ধারের সময়কালে জেন্ট্রি সম্প্রদায় শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এই জেন্ট্রিরা ছিলেন রক্ষণশীল এবং তারা কনফুসীয় মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। এছাড়া তুং চি শাসকরাও কনফুসিয় নীতিতে বিশ্বাস করতেন। কনফুসীয় নীতির ধারায় চালিত হয়ে বিদেশি শক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রচেষ্টা ও করা হয়েছিল। কিন্তু তা প্রকৃতপক্ষে সফল হয়নি। তুং চি কর্তৃপক্ষ কনফুসীয় মতবাদ এর উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কারণ তারা মনে করতেন, কনফুসিয়াসের মতবাদ এর উপর গুরুত্ব আরোপ করার ফলে চীনের জনগণ রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত ঐক্যবদ্ধ থাকবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কনফুসিয় ভাবধারার প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল। উচ্চবর্গীয় দের মধ্যেই কেবলমাত্র কনফুসীয় ভাবধারার বিস্তার ঘটে নি, নিম্নবর্গীয় মধ্যেও কনফুসিয় ভাবধারা জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছিল।
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলি কনফুসীয় মতাদর্শ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হলেও কনফুসীয় মতাদর্শকে সর্বস্তরে প্রচার করবার চেষ্টা করা হয়েছিল। রক্ষণশীল ভাবধারা ছিল কনফুসীয় ভাবধারার অন্যতম

বৈশিষ্ট্য। চীনের তুং চি কর্তৃপক্ষ রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন ছিলেন। তাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল কনফুসীয় ভাবধারা যদি সর্বস্তরে প্রভাব বিস্তার করে, তাহলে তুং চি পুনরুদ্ধার সংক্রান্তঃ বিষয়ের প্রতি বা তুং চি শাসকদের প্রতি জনগণ বিরূপ হবেন না। এই ভাবেই কনফুসিয় ভাবধারাকে তুং চি পুনরুদ্ধারের যুগে জনপ্রিয় করে তোলবার চেষ্টা করা হয়েছিল।

সম্ভাব্য প্রশ্ন :--

1) চীনে কনফুসিয়াসের নীতির নাম কি ?
2) কনফুসিয়াসের নৈতিক বিধি গুলি কি ছিল ?
3) কনফুসিয়াসের ধর্মীয় অনুশাসন গুলি লেখ।
4) কনফুসিয়াস তার মতবাদে সমাজের কি কথা তুলে ধরেছেন ?
5) চীনে কনফুসিয়াস এর ভাবধারার প্রভাব কী ছিল ?

সূত্র নির্দেশ :--

1) আধুনিক পূর্ব এশিয়া (চীন ও জাপান - ১৮০০-১৯৫০) -- সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়।

2) চীন ও জাপানের ইতিহাস -- ড. মৃণাল কান্তি চট্টোপাধ্যায়।

3) চীন ও জাপানের ইতিহাস -- জয়ন্ত বৈদ্য।